10160 - জনকৈ নারী পবত্রিতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসাতে আক্রান্ত

প্রশ্ন

জনকৈ নারী পবত্রিতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসা এবং ওযু করার পর মলমুত্র রোধ করার অনুভূতি হওয়াতে আক্রান্ত। একবার তনিি অনুভব করছেনে যে, কউে একজন তাকে কুরআনকে গালি দতিে ও আল্লাহ্কে গালি দতিে নর্দিশে দচ্ছি। তখন তনিি কঁদেে ফলেনে। এই ওয়াসওয়াসার চকিৎিসা ও এর থকেে মুক্তরি উপায় কভিাব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

অনকে মানুষ এ ধরণরে ওয়াসওয়াসাতে (শুচবিায়ুতে) আক্রান্ত। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত্তা ইল্লা বল্লিাহ্ (কোন সামর্থ্য নইে, কোন শক্তি নইে আল্লাহ্ ছাড়া)। ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিাড়তি শয়তান থকেে অধকিহারে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়া। বশিষেতঃ সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এর মাধ্যমে। কারণ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাগুলোর তুল্য কছিু নইে: সূরা ফালাক্বরে মধ্যে শয়তানরে অনষ্টি থকেে আশ্রয় চাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কনেনা শয়তান আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর সূরা নাসরে মধ্যওে।

এই ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিাড়তি শয়তান থকেে বশেি বশেি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহ্র কাছে ধর্ণা দয়ো। ব্যক্তরি অন্তরে যা উদতি হয় সটোর প্রতি ভ্রুক্ষপে না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প রাখা।

উদাহরণতঃ আপনি কি একবার ওযু করছেনে, না দুইবার, না তনিবার শয়তানরে সে ওয়াসওয়াসার দকিে ভ্রুক্ষপে করবনে না। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, সে ওযু করনেি কংিবা কোন অঙ্গ ধৌত করনেি কংিবা নয়িত করনেি; তবুও সে এর দকিে ভ্রুক্ষপে করবে না। অনুরূপভাবে কউে যদি তার নামাযরে মধ্যে অনুভব করে যে, সে তাকবীরে তাহরীমা বলনেি সে দকিে সে ভ্রুক্ষপে করবে না। অনুরূপভাবে প্রশ্নে যা উল্লখে করা হয়ছে যে, আল্লাহ্কে গালি দয়ো কংিবা মুসহাফকে গালি দয়ো কংিবা অন্য কোন কুফরি; সে দকিে সে ভ্রুক্ষপে করবে না। ভ্রুক্ষপে না করায় তার কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি যদি ধরে নয়ো হয় যে, তার মুখে সটেি তার অনচ্ছিা সত্ত্বওে উচ্চারতি হয়ছে; এতে করে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “জবরদস্ততিে কোন তালাক্ব নইে”। হাদসিটি বর্ণনা করছেনে আবু দাউদ ‘সুনান’ গ্রন্থে (২১৯৩) এবং আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (৬/২৭৬)। আলবানী ‘আল-ইরওয়া গ্রন্থে হাদসিটকিে (২০৪৭) হাসান বলছেনে। যদি ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত ব্যক্তরি তালাক্বই কার্যকর না হয় তাহলে এটি ক্ষমার্হ হওয়ার আরও অধকি উপযুক্ত। কন্তিু

ব্যক্তি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং একে গুরুত্ব দিবে না।

এই নারী ও তার মত অন্য যে সব নারী এই মুসিবতের শিকার তাদের জন্য আমার উপদেশ হলো: বেশি বেশি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া। মহান সূরাদ্বয় (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) পড়া। দৃঢ় সংকল্প রাখা এবং এ সকল শয়তানী ওয়াসওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা।

যদি শয়তান কারো অন্তরে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কিংবা এ জাতীয় কোন শয়তানী ওয়াসওয়াসা আরোপ করে এতে তার কিছু যায় আসে না। কেননা সেই ব্যক্তি এই সন্দেহের কারণে এই জন্য কষ্ট পাচ্ছেন যে, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে। যার ঈমান নেই সন্দেহে হওয়া বা না-হওয়াতে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু এ সকল সন্দেহে থেকে যে ব্যক্তি কষ্ট পায় সে হলো মুমিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেছেন: "সেটি হচ্ছে সুস্পষ্ট ঈমান"।[সহিহ মুসলিম (১৩২)] অর্থাৎ শয়তান তোমাদের কারো অন্তরে এ ধরণের যে বিষয়গুলো নিক্ষেপ করে সেটি সুস্পষ্ট ঈমান তথা খাঁটি ঈমান। তিনি সেটাকে খাঁটি ঈমান বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এ ব্যক্তির অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় সে এই সন্দেহের কারণে স্বস্তি পাচ্ছে না। এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। এতে কষ্ট পাচ্ছে এবং এই সন্দেহকে সে চাচ্ছে না। শয়তান ঐ সকল অন্তরগুলোতে আসে যেগুলো ঈমানে ভরপুর যাতে করে সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারে। শয়তান বিশ্বাস বর্জিত অন্তরগুলোতে আসে না। কেননা সেগুলো বিশ্বাস বর্জিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিংবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলা হয়েছিল: "ইহুদীরা বলে আমাদের নামাযে আমাদের ওয়াসওয়াসার উদ্রেক হয় না। তিনি বলেন: হ্যাঁ। শয়তান এমন অন্তরে কি করবে যেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত!!"

সেই নারীর জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে- তিনি এ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। তিনি শুরুতে কষ্ট পাবেন। শীঘ্রই তিনি দেখবেন যে, তিনি পবিত্রতা ছাড়া কিংবা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামায পড়েছেন কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু। কিন্তু তিনি অচিরেই এতে স্বস্তি পাবেন। তার সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

এমন অনেক মানুষ এ ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে এই ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। আলহামদু লিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ তাদেরকে সুস্থ করেছেন।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে সুস্থতার প্রার্থনা করছি।